অলৌকিক বাতিওয়ালা

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

–এ তো ভাবলাম কিন্তু গল্পটাকে দাঁড় করানোই যাচ্ছে না।

--যাবেও না, ওভাবে গল্প হয় কখনো!
--কেন, অসুবিধা কোথায়।
--আরে, চেনো না-জানো না, শুধু ট্রেন থেকে দেখা একটা মুখ, তাও এক ঝলক মাত্র।
--মনের ওপর প্রতিক্রিয়া হলে সে দাঁড়াতে বাধ্য।
--ওভাবে কবিতা হয়, গল্প নয়। গল্পের একটা আঙ্গিক আছে। তার একটা বিন্যাস আছে। তার ওপর গল্পের কিছু বাধা ট আছে।
--কেন ভাঙাগড়া করা যায় না। আমার ভালোলাগাটাই তো শেষ কথা।
--তাহলেও হয় না। তুমি তো আর যা খুশি তাই করতে পারো না।
--কিন্তু অমন রাতের কালো পাহাড়। নিকষ কালো টিলার সারি। চলছে তো চলছেই। সারা পৃথিবীর নির্জনাত সেখানে। ভাবা যায়!
--বলে যাও।
--মাথার ওপরে তারা ঝকমক করছে। যেন গোটা মহাকাশটাই আজ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিতে চায়। আর মালভূমির মধ্য দিয়ে পাতা রেললাইন চলে গিয়েছে স াহেবগঞ্জের দিকে। একটু পরেই ধোঁয়া উড়িয়ে চলে আসবে মেইল ট্রেন। রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে ভেঙে গোটা পাহাড়ময় তার রোজকার প্রতিধ্বনি।
আর ওই যে লোকটা, মানে বাতিওয়ালাটা, একটা লম্বা লোহার শিকে মশাল জ্বালিয়ে পেন্ডুলামের মতোন তাকে দোলায়। সেই আলোয় দেখা যায় লোকটাকে। ছিন্নভিন্ন পোশাকের শরীর। একদম সেই আদ্যিকালের ভুখা শ্রমিকের ছবি। মনে হয় যেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান জীবনজ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।
--সে তো আমেরিকার নিগারদের ওপর লেখা।
--ওই একই তো ব্যাপার। মানুষকে নিয়ে তো গল্পটা।
--তা বেশ নয় হলো, এরপর কী হবে, তার পরিচয়, কোথায় থাকে, কী করে... বেরিয়ে যায়। কিন্তু রোজ উপেক্ষিতই থেকে যায় লোকটা। যে প্রতিদিন এতো ম ানুষকে পার করে দেয়, আলো দেখায়, তাকে দেখানোরই কোন আলো নেই।
--এই জায়গাটা বেশ। বলে যাও।
--তারও একটা জীবন আছে। সংসার আছে। ভালোবাসা আছে। কিন্তু এখন জীবন মানে রেল কোম্পানীর ঠিকে শ্রমিক। তার হপ্তার মাইনের খানিকটা মেরে দেয় ওভারশিয়ারবাবুরা। নুন আনতে পান্তা ফুরোনাটাই তার নিয়ত। সে এটাকে মেনেই নিয়েছে।
--মানবে না তো কি, শোনো, একটা বড়ো সিস্টেমের সঙ্গে আপোষ করতে সবাই বাধ্য।
--যাই হোক, ওর একটা ছেলে আছে। তার মন এখনো বিষিয়ে যায় নি। সে কিছু একটা করতে চায়। রাম-সীতার গল্পের পাশাপাশি সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা শে ানে। মাইলের পর মাইল পাহাড় সেদিন জেগে উঠেছিল। ও সে সময়ের গান গায়, স্বপ্ন দেখে। সে অড়হড় ক্ষেতের সামনে এসে দাঁড়ায়। সংকল্প করে, নিজের ক াছে নিজে, যে একদিন সে এইসব বাধাকে কাটিয়ে উঠবে। কিছু একটা করে দেখাবে।
--কৈশোর-যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মই হলো এই ধরণের ভাবপ্রবণতা, মানে রোমান্টিকতা।
--তারপর সেই বছরওর বাবার ফুসফুসের আয়ু শেষ হলো। শু হলো অনাহার, অর্ধাহার। উপায় নেই, তাই ছেলেকেও যোগ দিতে হলো ঐ কাজে, সে এখন মির্জ্জাটৌকির বাতিওয়ালা। গভীর রাতের ট্রেন সশব্দে চলে যায়। আর রূপকথার মানুষদের মতোন সেও আলো দেখিয়ে যায়।
--তারপর!
--ওর ছিলো নিজস্ব জগৎ। সেখানে আসতো একটি কিশোরী। সাতসকালে তিনপাহাড়ের বিল থেকে সে দৌড়ে এনে দিতো রাতের ফোটা শালুক। আর ছেলেটি বোলতো যে সে তাকে একদিন ঠিক সুজাগঞ্জে নিয়ে যাবে। রেশমি চুড়ি কিনে দেবে। আর মেয়েটি কোনো কথা বোল্‌তো না, শুধু হাসতো।
--বেশ, তারপর...
--সেই মেয়েটি কোথায় চলে গেলো। আর ছেলেটি হয়ে দাঁড়ালো বাতিওয়ালা। তবু ও মেয়েটিকে কোনদিন ভুলতে পারলো না। মনে মনে সে এসে দাঁড়ায়। বলে, কি ভাইয়া, সুজাগঞ্জে আমায় নিয়ে যাবে না। চুড়ি কিনে দেওয়ার কি হলো?
--ইনটেরেস্টিং।
--এরপর বহুদিন বহুবছর চলে গেছে। সেই ছেলেটিরও যৌবন যাই যাই করছে। সারা শরীরে যন্ত্রণার ক্ষত, সে এখন পূর্ণবয়স্ক মানুষ। তারও সংসার হয়েছে। একটি সন্তান হয়েছে। সেও বড়ো হচ্ছে।
একদিন সে, মানে বাতিওয়ালা, দুপুরবেলায় কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছে। স্নান করে খেয়ে দেয়ে লাগোয়া বারান্দায় ও বিশ্রাম নিচ্ছিল। সে দেখলো যে তার সেই কিশোর সন্তান একগুচ্ছ শালুক ফুল নিয়ে মাঠের আল ধরে ঘরে ফিরছে।

নিজেকে বেশ খানিকটা সামলে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো বাতিওয়ালা। তার মনে হলো যে সেই হারিয়ে যাওয়া কিশোরীটি চলে আসবে একটু পরেই। আর তার সন্তান তাকে চুড়ি কিনে দেবে সুজাগঞ্জে নিয়ে গিয়ে। কোনো কথা না বলে বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় সে। আজ রাতের মেইল ট্রেন এলে তাকে আলো দোলাতে হবে খুব জোরে জোরে। খুব জোরে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com